প্রথম আলো

তারিখ 23 SEP 2012
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

আশঙ্কাজনক হারে কমছে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে আশঙ্কাজনক হারে কমছে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী। এখন বিদ্যালয়প্রতি মাত্র ১৩ দশমিক ৩ জন শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কমার এই করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়। গতকাল শনিবার ডেইলি স্টার ভবনে বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন ও ইংরেজি পত্রিকা *ডেইলি স্টার* ওই গোলটেবিলের আয়োজন করে।

এতে অংশ নিয়ে আলোচকেরা এই অবস্থা থেকে উত্তরণে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। এসব সুপারিশের মধ্যে আছে: একটি টাস্কফোর্স গঠন করা, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, চাকরির বাজার সম্প্রসারিত করা, সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের পাঠ্যবই রচনা, বিজ্ঞানাগার সংকটের সমাধান এবং বিজ্ঞানের শিক্ষকদের বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

ফ্রিডম ফাউন্ডেশন ও ডেইলি স্টারের গোলটেবিল

আলোচনার সঞ্চালক শিক্ষাবিদ জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া কখনো জাতির উন্নয়ন হবে না। তিনি বলেন, সব শিক্ষানীতিতেই বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো 'ফলোআপ' দেখা যায় না। এভাবে শুধু সুপারিশ করলেই হবে না, বাস্তবায়ন করতে হবে বলে মত দেন তিনি।

প্রবীণ অধ্যাপক এ আর খান বলেন, বিজ্ঞান ছাড়া এ পরিবেশের উন্নয়ন হবে না। এখন বিজ্ঞানের দক্ষ শিক্ষক পাওয়া মুশকিল। এখন যা পরিস্থিতি: কেউ অন্যকিছু না পেলে শিক্ষকতা করেন। তিনি শিক্ষকতা পেশায় বেতন-ভাতা আরও বাড়ানোর সুপারিশ করেন। তিনি বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করার সুপারিশ করেন।

বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী বলেন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ছাড়া দেশ চলতে পারে না। জাতিকে ওপরে উঠতে হলে বিজ্ঞান প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। এখন প্রধান কাজ হলো সচেতনতা সৃষ্টি করা।

বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক আলী আসগর বলেন, আগে খুব ভালো ছাত্ররা গণিত, পদার্থবিদ্যা পড়ত। এখন সেটি হয় না। তিনি বিজ্ঞান শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের সুপারিশ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে *ডেইলি স্টার* সম্পাদক মাহফুজ আনাম বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি জাতীয়ভাবে জোর দেওয়ার জন্য এই গোলটেবিল আয়োজনের কথা জানিয়ে বলেন, তাঁদের পত্রিকা বিজ্ঞান শিক্ষার এই সংগ্রামে সব সময় সঙ্গে থাকবে। বছরের সেরা বিজ্ঞান শিক্ষক, বিজ্ঞান সংগঠন, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের জন্য প্রতিবছর *ডেইলি স্টার*-এর পক্ষ থেকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করার চিন্তা আছে বলেও তিনি জানান।

আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক মুনির হাসান। দুটি গবেষণার আলোকে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কমার কিছু কারণ তুলে ধরেন। সেগুলোর মধ্যে আছে: বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যয় তুলনামূলক বেশি হওয়া, পরীক্ষায় পাস করা কঠিন এবং পাঠ্যপুস্তক কঠিন হওয়া, বিজ্ঞানাগার সংকট এবং দক্ষ শিক্ষকের অভাব। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান না পড়তে শিক্ষকেরাও শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করেন বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

মুনির হাসান তাঁর প্রবন্ধে এসব সমস্যা উত্তরণে জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন, সব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন, অস্থায়ী সমাধান না করে সমস্যার গভীরে যাওয়া, পাঠ্যক্রমের সংস্কার, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাড়তি বরাদ্দ দেওয়া এবং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টির কথা বলেন।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আমিনুল ইসলাম, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নূৎফর রহমান, আণবিক শক্তি কমিশনের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রেজাউর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক সাইদুর রহমান, ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শক মোখলেসুর রহমান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য নারায়ণ চন্দ্র পাল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফারসিম মান্নান, সেভ দ্য চিলড্রেনের কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক রাজিয়া বেগম প্রমুখ মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।